-ঃ সংবাদ বিজ্ঞপ্তি ঃ-

সমুদ্র ও সমুদ্রপথেরসুষ্ঠুব্যবস্থাপনায়হাইড্রোগ্রাফির গুরুত্ব তুলেধরতে চট্টগ্রামে'বিশ্ব হাইড্রোগ্রাফি দিবস-২০২১'এর সেমিনারঅনুষ্ঠিত

চট্টগ্রাম, ২১ জুন ২০২১ঃ সমুদ্র পথে নিরাপদ বাণিজ্য, বণ্টু-ইকোনমি এবং সমুদ্রে বিভিন্ন অর্থনৈতিক কর্মকান্ডে হাইড্রোগ্রাফির গুরুত্ব জনসাধারণের নিকট তুলে ধরতে ২১ জুন বিশ্বব্যাপী 'হাইড্রোগ্রাফি দিবস-২০২১' পালিত হয়েছে। এ বছর দিবসটির প্রতিপাদ্য বিষয় 'হাইড্রোগ্রাফিতে আন্তর্জাতিক সহযোগিতার একশত বছর।'দিবসটি উদযাপন উপলক্ষে আজ সোমবার (২১-০৬-২০২১) বাংলাদেশ নৌবাহিনীর চিফ হাইড্রোগ্রাফারের ব্যবস্থাপনায় চট্টগ্রাম নৌঅঞ্চল হতে ভিডিও টেলিকনফারেন্সের মাধ্যমে একটি সেমিনারের আয়োজন করা হয়।

সেমিনারে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন চট্টগ্রাম নৌ অঞ্চলের আঞ্চলিক কমান্ডার রিয়ার এডমিরাল এম মোজাম্মেল হক। বর্তমানে বিশ্বব্যাপী করোনা পরিস্থিতির কারণে উক্ত সেমিনারে ভিটিসির মাধ্যমে উর্ধ্বতন নৌ কর্মকর্তাগণ, বিভিন্ন মন্ত্রণালয়, হাইড্রোগ্রাফি ও মেরিটাইম সংস্থা সমূহের প্রতিনিধিগণ, ন্যাশনাল হাইড্রোগ্রাফিক কমিটির সদস্যবৃন্দ, বন্দর, বিশ্ববিদ্যালয় ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধিগণ এবং সামরিক ও বেসামরিক কর্মকর্তাগণ অংশগ্রহণ করেন। সেমিনারে নৌপথের সুরক্ষা, সমুদ্র সম্পদ আহরণ, বণ্টু-ইকোনমির সক্ষমতা বৃদ্ধি, সামুদ্রিক নিরাপত্তা জোরদার, জাতীয় পর্যায়ে সামুদ্রিক অবকাঠামো উন্নয়ন, বৈজ্ঞানিক গবেষণা, পর্যটন এবং পরিবেশ রক্ষার বিভিন্ন বিষয়ে আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়। তাছাড়া বাংলাদেশ সরকারের 'ডেল্টা পণ্যান ২১০০' বাস্তবায়নে হাইড্রোগ্রাফি সেবার বিষয়টিও সেমিনারে তুলে ধরা হয়। সেইসাথে হাইড্রোগ্রাফি সেবাকে কাজে লাগিয়ে আন্তর্জাতিক হাইড্রোগ্রাফিক সংস্থার সদস্য দেশসমূহের মধ্যে পারস্পরিক সহযোগিতা বৃদ্ধির উপর গুরুত্বারোপ করা হয়।

উল্লেখ্য, বাংলাদেশ আন্তর্জাতিক হাইড্রোগ্রাফিক সংস্থার ৭০তম সদস্য দেশ হিসেবে হাইড্রোগ্রাফি সংক্রান্ত কার্যক্রম পরিচালনা করে আসছে। এক্ষেত্রে বাংলাদেশ নৌবাহিনী দেশের সমুদ্র অঞ্চলের সকল হাইড্রোগ্রাফিক কর্মকান্ডের ফোকাল পয়েন্ট হিসেবে কাজ করছে। বাংলাদেশ নৌবাহিনীর সহকারী নৌপ্রধান (অপারেশন্স) ন্যাশনাল হাইড্রোগ্রাফিক কমিটির চেয়ারম্যান হিসেবে দায়িত্ব পালন করে আসছেন। উক্ত কমিটি হাইড্রোগ্রাফির প্রচার-প্রসার, জাতীয় হাইড্রোগ্রাফিক সক্ষমতা বৃদ্ধি এবং জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে পারস্পারিক সহযোগিতা বৃদ্ধিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে যাচ্ছে। ইতিমধ্যে বাংলাদেশ নৌবাহিনী আন্তর্জাতিক হাইড্রোগ্রাফিক সংস্থার মান অনুযায়ী পেপার ও ইলেক্ট্রনিক নটিক্যাল চার্ট তৈরিতে সক্ষমতা ও সফলতা অর্জন করেছে। বর্তমানে বাংলাদেশ নৌবাহিনী সর্বোচ্চ পেশাদারিত্বের মাধ্যমে দেশের অধিকৃত সমুদ্র অঞ্চলের ৯টি আন্তর্জাতিক সিরিজের চার্ট এবং ১১টি ইলেক্ট্রনিক নেভিগেশনাল চার্টসহ মোট ৬৩টি নটিক্যাল চার্ট প্রকাশ করেছে, যা জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে ব্যাপকভাবে সমাদৃত হয়েছে। এসকল চার্ট সমুদ্রপথে নিরাপদ নৌ চলাচলে নিয়মিতভাবে ব্যবহৃত হচ্ছে।

Scanned with CamScanner

-ঃ সংবাদ বিজ্ঞপ্তি ঃ-

যথাযোগ্য মর্যাদায় আন্তর্জাতিক হাইড্রোগ্রাফি দিবস-২০২০ পালিত

ঢাকা, ২১ জুন ২০২০ঃ বিশ্বের অন্যান্য দেশের ন্যায় বাংলাদেশে ২১ জুন বিশ্ব হাইড্রোগ্রাফি দিবস পালিত হয়। বিশ্ব হাইড্রোগ্রাফিক সংস্থার সদস্য রাষ্ট্র হিসেবে বাংলাদেশে ২০০৫ সাল হতে দিবসটি পালিত হয়ে আসছে। এ বছর দিবসটির প্রতিপাদ্য বিষয় ছিল 'Hydrography-Enabling Autonomous Technologies'। সমুদ্রে নিরাপদ জাহাজ চলাচল, বণ্টু-ইকোনমির উন্নয়ন, সামুদ্রিক পরিবেশ ও সমুদ্র সম্পদের টেকসই ব্যবহার ও তার নিয়ন্ত্রণ নিশ্চিত করার বিষয়গুলো সকলের নিকট গুরুত্ব সহকারে তুলে ধরতে এ প্রতিপাদ্য নির্ধারণ করা হয়েছে।

বাংলাদেশ আন্তর্জাতিক হাইড্রোগ্রাফিক সংস্থা (IHO) এর ৭০তম সদস্য এবং বাংলাদেশ নৌবাহিনী আমাদের দেশের সমুদ্র অঞ্চলের সকল হাইড্রোগ্রাফিক কর্মকান্ডের ফোকাল পয়েন্ট হিসেবে কাজ করে। বাংলাদেশ নৌবাহিনী অন্যান্য সংশিণ্টষ্ট সরকারী প্রতিষ্ঠান ও সংস্থার সমন্বয়ে আন্তর্জাতিক হাইড্রোগ্রাফি দিবস উদ্‌যাপন করে আসছে। এছাড়া ন্যাশনাল হাইড্রোগ্রাফিক কমিটি ২০০১ সালে প্রতিষ্ঠার পর হতে উক্ত কমিটির চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ নৌবাহিনীর সহকারী নৌপ্রধান (অপারেশান্স) এর সভাপতিত্বে জাতীয় পর্যায়ের সকল হাইড্রোগ্রাফিক সংস্থার মধ্যে সমুদ্র জরিপ ও অন্যান্য তথ্য সংগ্রহের বিষয় সমন্বয় সাধন করে থাকে। এ কমিটি হাইড্রোগ্রাফির প্রচার-প্রসার, জাতীয় হাইড্রোগ্রাফিক সক্ষমতা বৃদ্ধি এবং বিজ্ঞান ও কৌশলগত সহযোগিতা বৃদ্ধিতে নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। বাংলাদেশ নৌবাহিনী চিফ হাইড্রোগ্রাফার সংস্থা গত ২৭ মার্চ ২০১৯ হতে আনুষ্ঠানিকভাবে কার্যক্রম শুরু করেছে। আন্তর্জাতিক হাইড্রোগ্রাফি দিবস উদ্‌যাপন উপলক্ষে বাংলাদেশ নৌবাহিনী চিফ হাইড্রোগ্রাফার একটি ভিডিও টেলিকনফারেন্সিংয়ের আয়োজন করে। উক্ত ভিডিও টেলিকনফারেন্সে আন্তর্জাতিক হাইড্রোগ্রাফি দিবসের প্রতিপাদ্য বিষয়ে আলোচনা, হাইড্রোগ্রাফিক জরিপ কাজে ব্যবহৃত স্বয়ংক্রিয় ড্রোন এবং ডুবোযানসহ অন্যান্য যন্ত্রপাতি সংক্রান্ড় বিষয়ে আলোচনা করা হয়। উক্ত কনফারেন্সে অংশগ্রহণকারী কর্মকর্তারা জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে হাইড্রোগ্রাফিক কর্মকান্ডের সহায়তায় ব্যবহৃত স্বয়ংক্রিয় জরিপ যন্ত্রপাতির উপর গুরুত্বারোপ করেন।

বাংলাদেশ নৌবাহিনী ইতিমধ্যে সমুদ্রে নিরাপদ নেভিগেশনের জন্য আন্তর্জাতিক মানের নটিক্যাল চার্ট তৈরির সক্ষমতা অর্জন করেছে। নৌবাহিনীর তৈরীকৃত চার্টসমূহ বিশ্বব্যাপী মেরিনারগণ তাদের বাণিজ্যিক জাহাজসমূহের সমুদ্রে নেভিগেশনের জন্য ব্যবহার করছে। এছাড়া বাংলাদেশ নৌবাহিনী বাংলাদেশের সমুদ্র অঞ্চলের ০৯টি আন্তর্জাতিক সিরিজের চার্ট এবং ১১টি ইলেক্ট্রনিক নেভিগেশনাল চার্ট তৈরির সামর্থ্য অর্জন করেছে যা বিশ্বব্যাপী মেরিনারদের জন্য সহজলভ্য করার প্রক্রিয়া চলছে। এর ফলে বাংলাদেশ নৌবাহিনী দেশের সামুদ্রিক বাণিজ্য প্রসারে এবং নিরাপদ নেভিগেশনে আরও গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখবে বলে আশা করা যায়।

বিশ্ব অর্থনীতির উৎপাদিত পণ্য সামগ্রী বাজার জাতকরণের জন্য সাগর-মহাসাগর অন্যতম নিয়ামক হিসেবে কাজ করে। বিশ্ব বাণিজ্যের শতকরা নব্বই ভাগের বেশী মালামাল সমুদ্রের মাধ্যমে পরিবহণ করা হয়। সমুদ্রে এ সকল জাহাজের নিরাপদ চলাচলের জন্য সমুদ্রের তলদেশ সম্পর্কে সম্যক জ্ঞান থাকা একান্ড় প্রয়োজন। হাইড্রোগ্রাফিক সার্ভিসেস সমুদ্রে নিরাপদ চলাচলের লক্ষ্যে নটিক্যাল চার্ট ও পাবলিকেশন্স এর মাধ্যমে প্রয়োজনীয় তথ্যসমূহ সরবরাহ করে থাকে। এছাড়া সমুদ্র তলদেশের আকৃতি-প্রকৃতি ও বিভিন্ন বৈশিষ্ট্যসমূহ বিশেণ্টষণের মাধ্যমে সমুদ্র পৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধি, তেল-গ্যাস অনুসন্ধান, ড্রেজিং, অফশোর কন্সট্রাকশন, ক্যাবলস ও পাইপলাইন স্থাপন, টেলিকমিউনিকেশন্স, আবহাওয়া ও জলবায়ু বিজ্ঞান, সামুদ্রিক পরিবেশ পর্যবেক্ষণ, এ্যাকুয়াকালচার, ফিশিং, বায়োমেডিসিন, সমুদ্র পর্যবেক্ষণ ইত্যাদি কার্যক্রমে এবং গবেষণায় গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখে। যা একদিকে অর্থনীতিতে টেকসই উন্নয়নে উলেণ্টখযোগ্য ভূমিকা রাখতে সাহায্য করবে, অন্যদিকে অনেক বেশী কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরি করবে।

Scanned with CamScanner

-ঃ সংবাদ বিজ্ঞপ্তি ঃ-

যথাযোগ্য মর্যাদায় বাংলাদেশে 'বিশ্ব হাইড্রোগ্রাফি দিবস-২০১৯' পালিত

ঢাকা, ২১ জুন ২০১৯ঃ বিশ্বের অন্যান্য দেশের ন্যায় বাংলাদেশে ২১ জুন বিশ্ব হাইড্রোগ্রাফি দিবস পালিত হয়। বিশ্ব হাইড্রোগ্রাফিক সংস্থার সদস্যরাষ্ট্র হিসেবে বাংলাদেশে ২০০৫ সাল হতে দিবসটি পালিত হয়ে আসছে। এ বছর দিবসটির প্রতিপাদ্য বিষয় ছিল 'Hydrographic Information Driving Marine Knowledge' ।সমুদ্রে নিরাপদ জাহাজ চলাচল, বণ্টু ইকোনমির উন্নয়ন, সামুদ্রিক পরিবেশ ও সমুদ্র সম্পদের টেকসই ব্যবহার ও তার নিয়ন্ত্রণ নিশ্চিত করার বিষয় গুলো সকলের নিকট গুর"ত্ব সহকারে তুলে ধরতে এ প্রতিপাদ্য নির্ধারণ করা হয়েছে।

বিশ্ব অর্থনীতির উৎপাদিত পণ্য সামগ্রী বাজারজাত করণের জন্য সাগর-মহাসাগর অন্যতম নিয়ামক হিসেবে কাজ করে। বিশ্ব বাণিজ্যের শতকরা নব্বই ভাগের বেশী মালামাল সমুদ্রের মাধ্যমে পরিবহণ করা হয়। সমুদ্রে এ সকল জাহাজের নিরাপদ চলাচলের জন্য সমুদ্রের তলদেশ সম্পর্কে সম্যক জ্ঞান থাকা একান্ড় প্রয়োজন। হাইড্রোগ্রাফিক সার্ভিসেস সমুদ্রে নিরাপদ চলাচলের লক্ষ্যে নটিক্যাল চার্ট ও পাবলিকেশন্স এর মাধ্যমে প্রয়োজনীয় তথ্যসমূহ সরবরাহ করে থাকে। এছাড়া সমুদ্র তলদেশের আকৃতি-প্রকৃতি ও বিভিন্ন বৈশিষ্ট্যসমূহ বিশেণ্ডষণের মাধ্যমে সমুদ্র পৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধি, তেল-গ্যাস অনুসন্ধান, ড্রেজিং, অফশোর কন্সট্রাকশন, ক্যাবলস ও পাইপলাইন স্থাপন, টেলিকমিউনিকেশন্স, আবহাওয়া ও জলবায়ু বিজ্ঞান, সামুদ্রিক পরিবেশ পর্যবেক্ষণ, এ্যাকুয়াকালচার, ফিশিং, বায়োমেডিসিন, সমুদ্র পর্যবেক্ষণ ইত্যাদি কার্যক্রমে এবং গবেষণায় গুর"ত্বপূর্ণ অবদান রাখে। যা একদিকে অর্থনীতিতে টেকসই উন্নয়নে উলেণ্ডখযোগ্য ভূমিকা রাখতে সাহায্য করবে, অন্যদিকে অনেক বেশী কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরি করবে।

প্রসঙ্গত, বাংলাদেশ নৌবাহিনী ইতিমধ্যে সমুদ্রে নিরাপদ নেভিগেশনের জন্য আন্ড়র্জাতিক মানের নটিক্যাল চার্ট তৈরির সক্ষমতা অর্জন করেছে। নৌবাহিনীর তৈরীকৃত চার্টসমূহ বিশ্বব্যাপী মেরিনারগণ তাদের বাণিজ্যিক জাহাজসমূহের সমুদ্রে নেভিগেশনের জন্য ব্যবহার করছে। এছাড়া বাংলাদেশ নৌবাহিনী ইলেক্ট্রনিক নেভিগেশনাল চার্ট তৈরির সামর্থ্য অর্জন করেছে যা বিশ্বব্যাপী মেরিনারদের জন্য সহজলভ্য করার প্রক্রিয়া চলছে। এর ফলে বাংলাদেশ নৌবাহিনী দেশের সামুদ্রিক বাণিজ্য প্রসারে এবং নিরাপদ নেভিগেশনে আরও গুর"ত্বপূর্ণ অবদান রাখবে বলে আশা করা যায়।

Scanned with CamScanner

-ঃ সংবাদ বিজ্ঞপ্তি ঃ-

সমুদ্র ও সমুদ্রপথের সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনায়হাইড্রোগ্রাফির গুরুত্ব তুলে ধরতে চট্টগ্রামে'বিশ্ব হাইড্রোগ্রাফি দিবস-২০১৮'এর সেমিনার অনুষ্ঠিত

চট্টগ্রাম, ২১ জুন ২০১৮ঃ সমুদ্র ও সমুদ্রপথের সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনায় হাইড্রোগ্রাফির গুরুত্ব তুলে ধরার লক্ষ্যে এ বছর ২১ জুন বিশ্বব্যাপী 'হাইড্রোগ্রাফি দিবস-২০১৮' পালিত হচ্ছে। এ উপলক্ষে আজ বৃহস্পতিবার (২১-০৬-২০১৮) বাংলাদেশ নৌবাহিনীর ব্যবস্থাপনায় চট্টগ্রাম নৌ অঞ্চলে 'স্কুল অব মেরিটাইম ওয়ারফেয়ার এন্ড ট্যাকটিস (এসএমডব্লিউটি)' অডিটরিয়ামে এক সেমিনারের আয়োজন করা হয়। সেমিনারে বিশ্ব অর্থনীতির সাথে সামঞ্জস্য রেখে দেশের সমুদ্রপথে ব্যবসা বাণিজ্যের প্রসার, সমুদ্রে প্রাকৃতিক সম্পদ আহরণ, সমুদ্রপথের প্রতিরক্ষা ও নিরাপত্তা ইত্যাদি বিষয়ে আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সহকারী নৌবাহিনী প্রধান (অপারেশন্স) রিয়ার এডমিরাল এম মকবুল হোসেন, ওএসপি, বিসিজিএমএস, এনডিইউ, পিএসসি। এছাড়া অন্যান্যের মধ্যে কমান্ডার চট্টগ্রাম নৌ অঞ্চল, রিয়ার এডমিরাল এম আবু আশরাফ, উর্ধ্বতন নৌ কর্মকর্তাগণ, বিভিন্ন মন্ত্রণালয় ও মেরিটাইম সংস্থার প্রতিনিধি, ন্যাশনাল হাইড্রোগ্রাফিক কমিটির সদস্য এবং সশস্ত্র বাহিনীর কর্মকর্তাগণ উপস্থিত ছিলেন।

বাংলাদেশ আন্তর্জাতিক হাইড্রোগ্রাফিক সংস্থা (আইএইচও) এর সক্রিয় সদস্য হিসেবে প্রতিবছর যথাযথ গুরুত্বের সাথে দিবসটি পালন করে থাকে। এ বছর দিবসটির প্রতিপাদ্য শেণ্ঢাগান নির্ধারণ করা হয়েছে 'Bathymetry-the foundation for sustainable seas, oceans and waterways.' । বর্তমানে বিশ্বের প্রায় ৭১ শতাংশ এলাকা সাগর ও মহাসাগর দ্বারা পরিবেষ্টিত এবং বিশ্ব বাণিজ্যের প্রায় ৯০ শতাংশ সমুদ্রপথে পরিচালিত হচ্ছে। বিশেষভাবে সমুদ্রপথে পণ্য পরিবহন, মৎস্য ও খনিজ সম্পদ আহরণ, সমুদ্রে তেল-গ্যাস অনুসন্ধান, ড্রেজিং কর্মকান্ড, অফশোর কন্সট্রাকশন, ক্যাবলস ও পাইপলাইন স্থাপন, টেলিকমিউনিকেশনস, বিভিন্ন স্থাপনা নির্মাণ, সামুদ্রিক পরিবেশ পর্যবেক্ষণ, একুয়াকালচার, ফিশিং, বায়োমেডিসিন এবং ওশানোগ্রাফিক গবেষণাকার্য পরিচালনার জন্য হাইড্রোগ্রাফিক কর্মকান্ডের গুরুত্ব বহুলাংশে বৃদ্ধি পেয়েছে। সেই ধারাবাহিকতায় বাংলাদেশ নৌবাহিনী অত্যন্ড় সুনাম ও দক্ষতার সাথে বঙ্গোপসাগরে হাইড্রোগ্রাফিক জরিপ ও গবেষণাকার্য পরিচালনা করছে। বিশেষভাবে বাংলাদেশ নৌবাহিনীর প্রকাশিত হাইড্রোগ্রাফিক জরিপ চার্ট ও প্রকাশনাসমূহ আন্তর্জাতিক মানের হওয়ায় তা সারা বিশ্বের নাবিকদের নিকট গ্রহণযোগ্যতা পেয়েছে এবং সমুদ্রপথে দেশের ব্যবসা বাণিজ্যের প্রসারে তা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে।

Scanned with CamScanner

-ঃ সংবাদ বিজ্ঞপ্তি ঃ-

সমুদ্র ও সমুদ্রপথের সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনায়হাইড্রোগ্রাফির গুরুত্ব তুলে ধরতে চট্টগ্রামে'বিশ্ব হাইড্রোগ্রাফি দিবস-২০১৬'এর সেমিনার অনুষ্ঠিত

চট্টগ্রাম, ২১ জুন ২০১৬ঃ সমুদ্র ও সমুদ্রপথের সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনায় হাইড্রোগ্রাফির গুরুত্ব তুলে ধরার লক্ষ্যে এ বছর ২১ জুন বিশ্বব্যাপী 'হাইড্রোগ্রাফি দিবস-২০১৬' পালিত হচ্ছে। এ উপলক্ষে আজ মঙ্গলবার (২১-০৬-২০১৬) বাংলাদেশ নৌবাহিনীর ব্যবস্থাপনায় চট্টগ্রাম নৌ অঞ্চলে 'স্কুল অব মেরিটাইম ওয়ারফেয়ার এন্ড ট্যাকটিস (এসএমডব্লিউটি)' অডিটরিয়ামে এক সেমিনারের আয়োজন করা হয়। সেমিনারে বিশ্ব অর্থনীতির সাথে সামঞ্জস্য রেখে দেশের সমুদ্রপথে ব্যবসা বাণিজ্যের প্রসার, সমুদ্রে প্রাকৃতিক সম্পদ আহরণ, সমুদ্রপথের প্রতিরক্ষা ও নিরাপত্তা ইত্যাদি বিষয়ে আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ন্যাশনাল হাইড্রোগ্রাফিক কমিটির চেয়ারম্যান ও সহকারী নৌবাহিনী প্রধান (অপারেশন্স) রিয়ার এডমিরাল এম মকবুল হোসেন। এছাড়া অন্যান্যের মধ্যে কমান্ডার চট্টগ্রাম নৌ অঞ্চল রিয়ার এডমিরাল এম আখতার হাবীব, উর্ধ্বতন নৌ কর্মকর্তাগণ, বিভিন্ন মন্ত্রণালয় ও মেরিটাইম সংস্থার প্রতিনিধি, ন্যাশনাল হাইড্রোগ্রাফিক কমিটির সদস্য এবং সশস্ত্র বাহিনীর কর্মকর্তাগণ উপস্থিত ছিলেন।

বাংলাদেশ আন্তর্জাতিক হাইড্রোগ্রাফিক সংস্থা (আইএইচও) এর সক্রিয় সদস্য হিসেবে প্রতিবছর যথাযথ গুরুত্বের সাথে দিবসটি পালন করে থাকে। এ বছর দিবসটির প্রতিপাদ্য শেণ্ঢাগান নির্ধারণ করা হয়েছে 'Hydrography-the key to well-managed seas and waterways'। বর্তমানে বিশ্বের প্রায় ৭১ শতাংশ এলাকা সাগর ও মহাসাগর দ্বারা পরিবেষ্টিত এবং বিশ্ব বাণিজ্যের প্রায় ৯০ শতাংশ সমুদ্রপথে পরিচালিত হচ্ছে। বিশেষভাবে সমুদ্রপথে পণ্য পরিবহন, মৎস্য ও খনিজ সম্পদ আহরণ, সমুদ্রে তেল-গ্যাস অনুসন্ধান, ড্রেজিং কর্মকান্ড, বিভিন্ন স্থাপনা নির্মাণ, সমুদ্রিক পরিবেশ পর্যবেক্ষণ, একুয়াকালচার, বায়োমেডিসিন এবং ওশানোগ্রাফিক গবেষণাকার্য পরিচালনার জন্য হাইড্রোগ্রাফিক কর্মকান্ডের গুরুত্ব বহুলাংশে বৃদ্ধি পেয়েছে। সেই ধারাবাহিকতায় বাংলাদেশ নৌবাহিনী অত্যন্ড় সুনাম ও দক্ষতার সাথে বঙ্গোপসাগরে হাইড্রোগ্রাফিক জরিপ ও গবেষণাকার্য পরিচালনা করছে। বিশেষভাবে বাংলাদেশ নৌবাহিনীর প্রকাশিত হাইড্রোগ্রাফিক জরিপ চার্ট ও প্রকাশনাসমূহ আন্তর্জাতিক মানের হওয়ায় তা সারা বিশ্বের নাবিকদের নিকট গ্রহণযোগ্যতা পেয়েছে এবং সমুদ্রপথে দেশের ব্যবসা বাণিজ্যের প্রসারে তা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে।

Scanned with CamScanner

-ঃ সংবাদ বিজ্ঞপ্তি ঃ-

বিশ্ব হাইড্রোগ্রাফি দিবস ২০১৫ উপলক্ষে চট্টগ্রামে সেমিনার অনুষ্ঠিত

চট্টগ্রাম ২১ জুন ২০১৫ঃ হাইড্রোগ্রাফির গুরুত্ব সর্বসাধারণের মাঝে তুলে ধরার লক্ষ্যেআন্তর্জাতিক হাইড্রোগ্রাফিক সংস্থা ও তার সদস্য দেশসমূহের সমন্বয়ে আজ পালিত হচ্ছে 'বিশ্ব হাইড্রোগ্রাফি দিবস'। দিবসটি উপলক্ষে আজ রবিবার (২১-০৬-২০১৫) চট্টগ্রাম নৌ অঞ্চলে 'স্কুল অব মেরিটাইম ওয়ারফেয়ার এন্ড ট্যাকটিস (এসএমডব্লিউটি)' অডিটরিয়ামে নৌবাহিনীর ব্যবস্থাপনায় সেমিনারের আয়োজন করা হয়।সেমিনারে কমান্ডার চট্টগ্রাম নৌ অঞ্চল রিয়ার এডমিরাল আখতার হাবীব, এনজিপি, এনডিসি, এনসিসি, পিএসসি প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। এসময় বাংলাদেশ নৌবাহিনীর হাইড্রোগ্রাফি পরিদপ্তরের পরিচালক, ক্যাপ্টেন মীর ইমদাদুল হক, (এইচ), এনডিসি, পিএসসি, প্রধান বক্তা হিসেবে মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন। এতে বিশ্ব অর্থনীতির সাথে সম্পৃক্ত বিভিন্ন বিষয় যেমন সমুদ্রপথে ব্যবসা বাণিজ্যের প্রসার, সমুদ্রের প্রাকৃতিক সম্পদ আহরণ, সমুদ্র বিজ্ঞান ও গবেষণা, প্রতিরক্ষা ও নিরাপত্তার বিষয়ে হাইড্রোগ্রাফির গুরুত্ব উপস্থাপন করা হয়। এছাড়াও সেমিনারে বিভিন্ন মন্ত্রণালয় ও মেরিটাইম সংস্থার প্রতিনিধি, ন্যাশনাল হাইড্রোগ্রাফিক কমিটির সদস্য এবং সশস্ত্র বাহিনীর সংশিণ্টষ্ট কর্মকর্তাগণ অংশগ্রহণ করেন।

আন্তর্জাতিক হাইড্রোগ্রাফিক সংস্থা (আইএইচও) এবং তার সদস্য দেশসমুহে প্রতিবছর দিবসটি পালন করা হয়ে থাকে। এ বছর দিবসটির প্রতিপাদ্য শেণ্টাগান নির্ধারণ করা হয়েছে "Our seas and waterways-yet fully to be charted and explored"। হাইড্রোগ্রাফিক উপাত্তের সর্বোচ্চ ব্যবহারের প্রতিফলক হিসাবে ইতিপূর্বে শুধুমাত্র নেভিগেশানাল চার্টকে বুঝানো হতো যা নিরাপদ ও ঝুঁকিমুক্ত নৌ চলাচলের জন্য ব্যবহার করা হতো। কিন্তু বর্তমানে সমুদ্র পথে পরিবহন, মৎস্য সম্পদ আহরণ, সামুদ্রিক খনিজ সম্পদ সংগ্রহ, উপকূলীয় ব্যবস্থা সংরক্ষণ, সমুদ্রসীমা নির্ধারণসহ বিভিন্ন ক্ষেত্রেই হাইড্রোগ্রাফির গুরুত্ব বহুলাংশে বৃদ্ধি পেয়েছে। এ কারণে হাইড্রোগ্রাফিক কর্মকান্ড সামুদ্রিক অর্থনীতির প্রতিটি স্তরেই গুরুত্বপূর্ণ অবদানের ছোঁয়া রাখতে সক্ষম হচ্ছে। উলেণ্টখ্য, আইএইচও এর একটি সক্রিয় সদস্য দেশ হিসেবে বাংলাদেশ নৌবাহিনী কর্তৃক পরিচালিত দেশের জলসীমায় সকল ধরণের হাইড্রোগ্রাফিক কর্মকান্ড অত্যন্ত সুনামেরসাথে সম্পন্ন করে থাকে।

সমগ্র বিশ্বের প্রায় ৭১% এলাকা সাগর ও মহাসাগর দ্বারা পরিবেষ্টিত এবং বিশ্ব বাণিজ্যের প্রায় ৯০% সমুদ্র পথে পরিচালিত হচ্ছে। সমুদ্র পাড়ি দেয়ার সময় সবচেয়ে বড় ঝুঁকি হচ্ছে যাত্রা পথের অজানা বিভিন্ন বাধা যেমন ডুবোচরের উপস্থিতি, ডুবন্ত জাহাজ ইত্যাদি। বিভিন্ন দেশের হাইড্রোগ্রাফি বিভাগ নেভিগেশানাল চার্ট এবং সহায়ক পাবলিকেশান্স প্রদানের মাধ্যমে সমুদ্রে জাহাজ চলাচলের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে। এ ছাড়া সমুদ্রে বিভিন্ন কর্মকান্ড যেমন তেল/গ্যাস অনুসন্ধান, ড্রেজিং কর্মকান্ড, স্থাপনা নির্মাণ, সমুদ্রে পরিবেশ পর্যবেক্ষণ, একুয়াকালচার, খনিজ অনুসন্ধান, জ্বালানী, বায়োমেডিসিন এবং ওশানোগ্রাফিক গবেষণা কার্য পরিচালনার জন্য হাইড্রোগ্রাফিক কর্মকান্ডের গুরুত্ব অপরিসীম।

বাংলাদেশ ছোট দেশ হলেও তার হাইড্রোগ্রাফিক সক্ষমতা সারা বিশ্বে প্রশংসিত। বাংলাদেশের প্রকাশিত হাইড্রোগ্রাফিক চার্ট ও পাবলিকেশান্সসমূহ আন্তর্জাতিক মানের হওয়ায় তা সারা বিশ্বের নাবিকদের নিকট গ্রহণযোগ্যতা পেয়েছে এবং সমুদ্রপথে দেশের ব্যবসা বাণিজ্যের প্রসারে তা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে।এছাড়া বিশ্ব বাণিজ্যের ক্রমবর্ধমান চাহিদার সাথে তাল মিলিয়ে অদূর ভবিষ্যতে বাংলাদেশ জলসীমার ইলেক্ট্রনিক নেভিগেশনাল চার্ট (ENC) তৈরি ও আন্তর্জাতিক বাজারে বিপণনের বিষয়ে প্রয়োজনীয় কার্যক্রম চলমান রয়েছে। উলেণ্টখ্য, ২০১২ তে মায়ানমারের সাথে এবং ২০১৪ তে ভারতের সাথে আমাদের সমুদ্রীমা নির্ধারিত হওয়ায় বিশাল সমুদ্র এলাকা আমাদের হস্তগত হয়েছে। ভবিষ্যতে সমুদ্র এলাকায় বিভিন্ন ধরণের গবেষণা কার্যক্রম ছাড়াও সমুদ্র সম্পদ আহরণে অনেক কার্যক্রম হাতে নেওয়া হবে। ফলে হাইড্রোগ্রাফির গুরুত্ব উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাবে বলে আশা করা যায়।

Scanned with CamScanner

-ঃ সংবাদ বিজ্ঞপ্তি ঃ-

বিশ্ব হাইড্রোগ্রাফি দিবস উপলক্ষ্যে সেমিনার

চট্টগ্রাম ২১ জুন ২০১৩ঃ গত ২১ জুন দেশে 'বিশ্ব হাইড্রোগ্রাফি দিবস' পালিত হয়। আন্তর্জাতিক হাইড্রোগ্রাফিক সংস্থা (ওঐঙ) এবং তার সদস্য দেশসমূহ হাইড্রোগ্রাফির গুরুত্ব সর্বসাধারণের নিকট উপস্থাপনকরতঃ যথাযোগ্য মর্যাদায় দিবসটি পালন করে। এবছর দিবসের প্রতিপাদ্য শেণ্ঢাগান নির্ধারণ করা হয় "ঐুফৎড়মৎধঢ়যু - টহফবৎঢ়রহহরহম ঃযব ইষঁব উপড়হড়সু"। বিশ্ব অর্থনীতিতে হাইড্রোগ্রাফির গুরুত্বের কথা বিবেচনা করেই এ প্রতিপাদ্য শেণ্ঢাগান নির্ধারণ করা হয়েছে। নীল অর্থনীতি "ইষঁব উপড়হড়সু" বলতে মহাসমুদ্র, সমুদ্র, পোতাশ্রয় এবং উপকূলীয় এলাকার বিভিন্ন স্থানে সংগঠিত সকল ধরণের অর্থনৈতিক কর্মকান্ডের সমষ্টিকে বুঝায়। এখানে উলেণ্ঢখ্য যে, বাংলাদেশ ওঐঙ এর একটি সক্রিয় সদস্য দেশ এবং বাংলাদেশের জলসীমায় সকল ধরণের হাইড্রোগ্রাফিক কর্মকান্ড বাংলাদেশ নৌবাহিনী কর্তৃক অত্যন্ড় সুনামের সহিত সম্পন্ন করা হয়ে থাকে।

দিবসটি পালন উপলক্ষ্যে বাংলাদেশ নৌবাহিনী কর্তৃক চট্টগ্রাম নৌ অঞ্চলে একটি সেমিনারের আয়োজন করা হয়। উক্ত সেমিনারে বিভিন্ন মন্ত্রণালয় ও মেরিটাইম সংস্থার প্রতিনিধি, ন্যাশনাল হাইড্রোগ্রাফিক কমিটির সদস্য এবং সশস্ত্র বাহিনীর কর্মকর্তাগণ অংশগ্রহণ করেন। ন্যাশনাল হাইড্রোগ্রাফিক কমিটির চেয়ারম্যান এবং সহকারী নৌপ্রধান (অপারেশন্স) রিয়ার এডমিরাল আওরঙ্গজেব চৌধুরী, (জি), এনডিসি, পিএসসি প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। বাংলাদেশ নৌবাহিনীর পরিচালক হাইড্রোগ্রাফি ক্যাপ্টেন এস মাহমুদুল হাসান, এওডবিণ্ঢউসি, পিএসসি প্রধান বক্তা হিসেবে কবু ঘড়ঃব বক্তব্য উপস্থাপন করেন। বর্ণিত সেমিনারে বিশ্ব অর্থনীতির সাথে সম্পৃক্ত বিভিন্ন বিষয় যেমন সমুদ্র পথে ব্যবসা বাণিজ্যের প্রসার, সমুদ্রের প্রাকৃতিক সম্পদ আহরণ, সমুদ্র বিজ্ঞাণ ও গবেষনা, প্রতিরক্ষা ও নিরাপত্তা ইত্যাদি বিভিন্ন বিষয়ে হাইড্রোগ্রাফির গুরুত্ব উপস্থাপন করা হয়।

সমগ্র বিশ্বের প্রায় ৭১% এলাকা সাগর ও মহাসাগর দ্বারা পরিবেষ্টিত এবং বিশ্ব বাণিজ্যের প্রায় ৯০% সমুদ্র পথে পরিচালিত হচ্ছে। সমুদ্র পাড়ি দেয়ার সময় সবচেয়ে বড় ঝুঁকি যাত্রা পথের আজানা বিভিন্ন বাধা যেমন ডুবোচরের উপস্থিতি, ডুবন্ড় জাহাজ ইত্যাদি। বিভিন্ন দেশের হাইড্রোগ্রাফি বিভাগ নেভিগেশনাল চার্ট এবং সহায়ক পাবলিকেশান প্রদানের মাধ্যমে সমুদ্রে জাহাজ চলাচলের ক্ষেত্রে সভ্যতার উষা লগ্ন থেকেই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে। এ ছাড়া সমুদ্রে বিভিন্ন কর্মকান্ড যেমন তেল/গ্যাস অনুসন্ধান, ড্রেজিং কর্মকান্ড, স্থাপনা নির্মাণ, সমুদ্র পরিবেশ পর্যবেক্ষণ, একুয়াকালচার, খনিজ অনুসন্ধান, জ্বালানী, বায়োমেডিসিন এবং ওশানোগ্রাফিক গবেষণা কার্য পরিচালনার জন্য হাইড্রোগ্রাফির গুরুত্ব অপরিসীম।

বাংলাদেশ ছোট দেশ হলেও তার হাইড্রোগ্রাফিক সক্ষমতা সারা বিশ্বে প্রসংশিত। বাংলাদেশের প্রকাশিত হাইড্রোগ্রাফিক চার্ট ও পাবলিকেশান্সসমূহ আন্তর্জাতিক মানের হওয়ায় তা সারা বিশ্বের নাবিকদের নিকট গ্রহণযোগ্যতা পেয়েছে এবং সমুদ্র পথে দেশের ব্যবসা বাণিজ্যের প্রসারে তা বিশেষ গুরুত্বপুর্ণ ভূমিকা পালন করছে। ইতিমধ্যে মায়ানমারের সাথে আমাদের সমুদ্রসীমা নির্ধারিত হওয়ায় বিশাল সমুদ্র এলাকা আমাদের হস্ড়াত হয়েছে। ভবিষ্যতে সমুদ্র এলাকায় বিভিন্ন ধরণের গবেষণা কার্যক্রম ছাড়াও সমুদ্র সম্পদ আহরণে অনেক কার্যক্রম হাতে নেওয়া হবে। ফলে ভবিষ্যতে হাইড্রোগ্রাফির গুরুত্ব উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাবে বলে আশা করা যায়।

Scanned with CamScanner